প্রভু জগদ্বন্ধুর

মহাউদ্ধারণ লীলাময়

কীর্ত্তন ও গান

-শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু রচিত

গাওরে আনন্দভরে হরেকৃষ্ণ নাম,
হরেকৃষ্ণ হরেরাম বল অবিরাম।
করতাল মাদলে, নাচ হরি ব'লে,
হরিনামের আগে তুচ্ছ ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম।
গোপাল গোবিন্দ হরে, গাও সবে প্রেমস্বরে,
দামোদর গিরিধর নবঘনশ্যাম।
কর্ম্মকাণ্ড পরিহরি, প্রেমে বল হরি হরি,
বন্ধু ভণে হরিনামে পাবিরে বিরাম।

লীলা-বিগ্রহ

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী রচিত

জয় সুন্দর লীলা-রসময় জয় জয় জগদ্বন্ধু হরি হে।
একাধারে নিতাই-গৌর-গোপী কিশোর রাধিকা মোহন রে।।
গোকুল-নায়ক নদীয়া-পাবক এবে ফরিদপুর-ইন্দু হে।
সংকীর্তন-রাস-রসোল্লাসী-বন্ধু মহাউদ্ধারণকারী হে।।
নন্দনন্দন মিশ্রজীবন দীননাথ-চিত্তহারী হে।
যশোদা-গোপাল শচীর-দুলাল বামা-দেবী অঙ্ক-শোভন হে।।
মধুর মুরতি নয়ন-আমোদ হৃদয়-সরোজ-মধুপ হে।
জয় দয়াময় প্রেমময় অনাথ- আতুর শরণ হে।।
যোগেশ্বরেশ্বর বিভু পরাৎপর কেবল মঙ্গল কারণ হে।
ভুবন-পাবন শমন-দমন মহেন্দ্র জীবন বান্ধব হে।।

স্তুতি

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী রচিত

জয় জয় জগদ্বন্ধু জয় ভবতারণ।
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।।
ব্রজলীলা গৌরলীলা মহাসন্মিলন।
একাধারে পূর্ণলীলা মহাবতারণ।।
মুর্তিমান রাসরস কন্দর্পদলন।
পঞ্চতত্বময় বন্ধু পাতকী তারণ।।
রূপে গুণে অনুপম অনঙ্গমোহন।
আর্তবন্ধু প্রেমসিন্ধু অনাথ শরণ।।
মায়ামোহ শোক দুঃখ ত্রিতাপ হরণ।
পাপহারী ভয়বারী প্রলয় দমন।।
ভূলোক গোলোককারী কলি-দর্পদলন।
জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু জীবের জীবন।।

[এই পৃষ্ঠার গান দু'খানি "হরিপুরষ জগদ্বন্ধু তত্ব" - যতি বিনোদ দাস লিখিত বই থেকে সংগ্রীহিত]

জাগরণ

জাগ গোরা গুণমণি যামিনী প্রভাত হ'ল,
প্রিয়সনে একাসনে কত নিদ্রা যাবে বল।
(আর কত বা ঘুমাবে বল) (আর কত বা করিবে ছল)
(ওহে রসশেখর)

যায় তারকা-নিকর, জাগ গৌর গদাধর,
সুবিমল শশধর অলসে ঢলিয়ে প'ল।
(শশি ঢ'লে প'ল হে) (সারা নিশি জাগি)
রসবতী উষাসতী উল্লাসে হাসে কেবল।।
(ঐ কুমুদিনী ছল ছল) (ঐ কমলিনী ঢ'ল ঢ'ল)
(ঐ দিনমণি টলমল) (প্রিয়া দরশনে)

ডালে বসি পিকরব, গায় জয় নিরন্তর,
রসভরে গরগর সুরধুনী কল কল
(প্রেমে মাতোয়ারা রে) (দরশিবে বলে)
আগত ভকত সনে পুলিনে চল চল।।
(তারা দুয়ারে দাঁড়ায়ে র'ল) (তারা আশা পথ চেয়ে র'ল)
(জগদ্বন্ধু হাসে খলখল) (ছি ছি লাজ নাই)

[এই গানটি ১৩০৬ সনের ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ (about June 7, 1899), প্রভু জগদ্বন্ধু কর্তৃক ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনের ভোরে মোহান্ত সম্প্রদায় গেয়েছিলেন]

নগর কীর্ত্তন

জাগ জাগ নগরবাসী নিশি অবসান রে।
গুরু গৌরাঙ্গ বলে, উঠরে কুতুহলে,
শীতল হবে মন প্রাণ রে।।
রাধা মাধব জয়, বলরে দুরাশয়,
হবে চির শান্তির বিধান রে।।
রাধা গোবিন্দ নাম, গাওরে অবিরাম
পরিনামে পাবে পরিত্রাণ রে।।
জয় রাধা মঙ্গল, বলরে অবিরল,
ধিক্ বন্ধু কুনীশ পাষাণ রে ।

[এই পৃষ্ঠার গান দু'খানি "ভজন-পূজন-মালা" বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে]

উত্থান আরতি

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী রচিত

জাগ বন্ধু সোনামণি নিশি অবসান।
আর কত ঘুমাবে বল পাতকী পরাণ।।
পাপী তাপী উদ্ধারিতে এলে 'এ' মহীতে।
ভুলে কি গেলে হে সখা ঘিরিছে আসিতে।।
উঠ উঠ প্রাণনাথ জগদ্বন্ধু জগন্নাথ।
ভূভারহরণকারী বসুন্ধরা করে প্রণিপাত।।
মুঞ্জ-কুঞ্জবন সহ রাই-কানু গোপ-গোপিনী।
মধুর পঞ্চতত্বময়রূপ প্রেমরস-খনি।।
আঁধার কুটীর-আলা মহেন্দ্রমোহন।
এস বন্ধু সুখ-সাজে জুড়াক জীবন।।

প্রভাতী

জয় জয় জগদ্বন্ধু জয় মঙ্গলকারী।
প্রভাত হইল প্রাণভরে বল জগদ্বন্ধু হরি।।
সত্যযুগে ছিলেন হরি ত্রেতায় ধনুকধারী।
দ্বাপরেতে প্রেমলীলা ল'য়ে রাধা প্যারী।।
কলিতে গৌরাঙ্গলীলা পাষণ্ড উদ্ধারী।
এবার জগদ্বন্ধুলীলা মহাউদ্ধারণকারী।।

[এই পৃষ্ঠার গান দু'খানি "বন্ধু কে?"-শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী লিখিত বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে]

ভক্তি কুসুমাঞ্জলী

বালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

আয়ুভানু অস্ত যায় জগদ্বন্ধু উদ্ধারণ,
এখনো না দিলে দেখা, কবে দিবে দরশন।
শ্রী হরি পুরুষ তুমি, তোমারি বালক আমি,
অন্তরাত্মা অর্ন্তযামী শিরে ধরো শ্রীচরণ।
শ্রীহরিকীর্ত্তন গাবো, নেচে গেয়ে প্রাণ জুড়াবো,
প্রেমানন্দে সদা রবো করো এই ভিক্ষা দান।
তব যতো ভক্তগণে নিবেদিবো প্রাণপনে,
সবে মিলে রাত্রদিনে গাবো তব সংকীর্ত্তন।
বালকৃষ্ণ প্রাণরাম, বন্ধু নয়নাভিরাম,
তুমি গৌর-কৃষ্ণ-রাম সুরেশ্বর নারায়ণ।
যা কিছু সকলি তুমি তব কৃৎস্ন বিশ্বভূমি,
তোমারিতো শিশু আমি স্বক্রোড়ে কর ধারণ।
অতুলকৃষ্ণ জীবন রমেশাদি প্রাণধন,
বালকৃষ্ণ সঞ্জীবন বিতার প্রেমজীবন।

তত্ব বোধিকা

বেহাগ

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী রচিত

জয় জগদ্বন্ধু রূপ-গুণধাম।
সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত প্রাণবন্ধু প্রাণারাম।।
তোমারি মাঝে আমার রাধা,
তোমারি মাঝে আমার শ্যাম,
তুমি রাধা তুমি শ্যাম,
তুমি রাধা তুমি শ্যাম।।
তুমি গো দয়াল নিতাইচাঁদ
তুমি গো দয়াল নিতাইচাঁদ
সোনার গৌর সোনার গোরাচাঁদ
হরিপুরুষ হরেকৃষ্ণ রাম।।

কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।
গোপী-পদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে ।।
আমি, সখীসনে অভিসারে করিব গমন রে।
কবে আমি হেরিব সে যুগলমিলন রে ।।
কবে দোঁহে কাঁচলীতে করিব ব্যজন রে।
আমি, কবে দোঁহে নিরখিয়ে জুড়াব জীবন রে ।।
কবে, দোঁহে প্রদক্ষিয়ে গাব নাম সংকীর্ত্তন রে।
কবে, জগদ্বন্ধুর শিরে রাই দিবেন শ্রীচরণ রে ।।
কবে রাধকৃষ্ণে সমর্পিব দেহ-প্রাণ-মন রে ।।

প্রভু জগদ্বন্ধু রচিত অন্যতম আর এক গান

কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।
গোপী-পদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে ।।
আমি, সখীসনে অভিসারে করিব গমন রে।
কবে আমি হেরিব সে যুগলমিলন রে ।।
কবে দোঁহে কাঁচলীতে করিব ব্যজন রে।
আমি, কবে দোঁহে নিরখিয়ে জুড়াব জীবন রে ।।
কবে, দোঁহে প্রদক্ষিয়ে গাব নাম সংকীর্ত্তন রে।
কবে, জগদ্বন্ধুর শিরে রাই দিবেন শ্রীচরণ রে ।।
কবে রাধকৃষ্ণে সমর্পিব দেহ-প্রাণ-মন রে ।।

গঙ্গাকূলে

[খড়দহে গঙ্গাকূলে শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীগৌরহরির বিরহ-বেদনায় আকুল হইয়া ডাকিতেছেন। হরেকৃষ্ণ নামাক্ষরের মাধ্যমে এই বিরহের আর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীনিতাইর মুখে নামাবলীর প্রথম আটটি নাম গৌর-পর। ইহা পাঠ করিতে করিতে নিতাইসুন্দরের সহিত সমবেদনায় শ্রীগৌর-বিরহে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।]

খড়দহে গঙ্গাকূলে ঢুরত নিতাই।
বিরহে দহত বুক অথির সদাই।।
গোরা বিনু তপ্ত হিয়া ছাতিয়া বিদরে।
কাঁদহি উভরায় বেদনা উঘারে।।

গৌর হরে প্রিয় বরে পীরিতি রতন।
কাতর জীবন রক্ষ দেই দরশন।।
হে কৃষ্ণ-চৈতণ্য-হরি কীর্ত্তন সু-রঙ্গ।
তপ্ত প্রাণ তৃপ্ত কর পরশই অঙ্গ।।

হে হরে প্রাণহরণ গোকুল গৌরবে।
দগধ জীবন রক্ষ শ্রীঅঙ্গ সৌরভে।।
প্রাণ কৃষ্ণ প্রাণধন ওহে চিতচোর।
কবহি ধরব কণ্ঠ করবহি কোর।।

ওরে কৃষ্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ, কৃষ্ণ দুহুঁ বর্ণ।
শুনইতে তুয়া মুখে তৃষাতুর কর্ণ।।
হে কৃষ্ণ-চৈতণ্য তুয়া কপট সন্ন্যাসে।
মরুময় গৌড়ভূমি বিরহ হুতাশে।।

ওহে হরে তোরে হেরে রব তুয়া সঙ্গে।
সো সাধে সাধলি বাদ ঠেললি বঙ্গে।।
গৌর হরে হিয়াপুরে রাখবহি তোয়।
রহবি অঙ্গহি অঙ্গ ন ছোড়বি মোয়।।

[এই গান খানি "গোপীমন্ত্র মাধুরী"-শ্রীশ্রী মহানামব্রতজী লিখিত বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে]

এই গানখানি শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত
শ্রীশ্রী প্রভুসুন্দরের শ্রীহস্ত লিখিত।

এস এস নবদ্বীপ রায়
দীনজন ডাকছে হে তোমায়।
আমি ভবঘুরে ঘুরে ঘুরে
আচ্ছন্ন মোহ মায়ায়।

তুমি সংকীর্তণেশ্বর, তুমি নদের সুধাকর
এবার বিতরি করুণাসুধা রক্ষ চরাচর।
প্রভু তুমি বিনে এই দুর্দিনে
অন্ধকার সমুদয়।

কোথা নিতাই গুণধর
কোথা প্রাণ গদাধর
রামানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস ভক্তগণ
কোথা নিতাই গুণধর কোথা প্রাণ গদাধর
লয়ে এ সকলে কতুহলে
গৌর এসো গো ত্বরায়।

ওহে শচীর দুলাল
তুমি পরম দয়াল
ত্বরায় এসে ঘুচাও দশে সংসার জঞ্জাল
দাসে দয়া করো গুণা করো
বিকাশি বিমলকায়।

আমি জ্ঞানগতিহীন ভক্তি ভজন বিহীন
গ্রহ কোপানলে দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ।
ভেসে নয়ন জলে বন্ধু বলে
রেখো গৌর রাঙ্গা পায়।

নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত
প্রভুর একটি বিখ্যাত গান

কে রে কাঙালের বেশে যাচিয়া বেড়ায়।
প্রেমদাতা নিতাই বুঝি এসেছে এ নদীয়ায়।।
দু'টি বাহু তুলিয়ে, ঐ যায় যে দুলিয়ে,
কাতরে বিনয় ক'রে কলির জীবেরে লওয়ায়।।
বলে হরি বল ভাই, ওরে আর চিন্তা নাই,
সকলের দুর্লভ ধন এনেছি কে নিবি আয়।।
এমন দয়াল অবতার, ভবে হবার নয় রে আর,
আচণ্ডালে লয়ে কোলে নয়ন জলে ভাসে হায়।।
প্রভু ছাড়ে হুহুঙ্কার, গেল কালের অধিকার,
গুরুবন্ধু বলে ত্রিভুবন ভাসিল প্রেমের বন্যায়।।

ভোগ আরতি

এস হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ।
এস নয়ন হৃদয়ানন্দ, পরম আনন্দ কন্দ,
প্রাণবন্ধু প্রিয়তম করহে ভোজন।।
প্রাণনাথ এস এস, বসন অঞ্চলে বস,
কুসুম আসন কোথা পাব এ মরু মাঝারে।
কাঙ্গালের ঠাকুর তুমি, কি আর দিব গো আমি,
দু:খিনীর শাক অন্নজল করহে ভোজন।
আচমন কর ভাই, তাম্বুল চুয়া তো নাই,
কুড়ান এলাচি এক ধরহে অধরে।
বুকে বুক দিয়ে থাক, পায়ে ধরি কথা রাখ,
কনক পালঙ্ক নাঈ দাসীর কুটিরে।
সুখ নিদ্রা তরে নাথ কি জানি সেবন।
আমার অঞ্চলে ব্যজনে শুধু বৃথা জ্বালাতন।
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ।।